

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ১৩, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৯ বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১২ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৫(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৮ বৈশাখ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১১ মে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ১৫, ২০০৮

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গতিশীল, দায়বদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী
স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গতিশীল, দায়বদ্ধ ও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে
একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে
প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

(২৫৭৩)
মূল্য : টাকা ৮.০০

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জনস্বার্থে, কোন নির্দিষ্ট জেলা বা এলাকাকে এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ বা কমিশনের আওতা বহির্ভূত ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

- (ক) “কমিশন” অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন;
- (খ) “চেয়ারম্যান” অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;
- (গ) “দেওয়ানী কার্যবিধি” অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908);
- (ঘ) “দণ্ডবিধি” অর্থ The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860);
- (ঙ) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;
- (চ) “ফৌজদারী কার্যবিধি” অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);
- (ছ) “বাছাই কমিটি” অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;
- (জ) “স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান” অর্থ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন;
- (ঝ) “সচিব” অর্থ কমিশনের সচিব;
- (ঞ) “সদস্য” অর্থ কমিশনের সদস্য; চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন; এবং
- (ট) “সরকার” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিশন প্রতিষ্ঠা, নিয়োগ, ইত্যাদি

৩। কমিশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।—(১) এই অধ্যাদেশ, বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারি গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'স্থানীয় সরকার কমিশন' নামে একটি স্থায়ী কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কমিশন ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। কমিশন গঠন, ইত্যাদি।—(১) কমিশন একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক দুই জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) শুধু চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৫। কমিশনের কার্যালয়।—(১) কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কমিশন, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে ইহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি ও মেয়াদ।—(১) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহারা পূর্ণকালীন ভিত্তিতে কর্মরত থাকিবেন।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে তিন (৩) বছরের জন্য বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ পদে কেবল একটি মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হইলে তিনি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিযুক্ত হইবার বা উক্ত পদে বহাল থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

৭। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি।—সরকার, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাবলী সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বিধি মোতাবেক নির্ধারণ করিবে।

৮। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা।—(১) স্থানীয় সরকারের সার্বিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) অর্থ ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অভিজ্ঞতা অথবা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

- (ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;
- (খ) জাতীয় সংসদ বা কোন স্থানীয় সরকারের সদস্য পদে বহাল থাকেন;
- (গ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষিত বা চিহ্নিত হন;
- (ঘ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করেন;
- (ঙ) নৈতিক স্বলন বা দুর্নীতিজনিত কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছর সময় অতিক্রান্ত না হয়;
- (চ) চেয়ারম্যান অথবা সদস্য নিযুক্ত হইবার পর উক্ত পদের দায়িত্ব বহির্ভূত কোন লাভজনক কাজে সরাসরিভাবে নিয়োজিত হন; এবং
- (ছ) দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে কমিশনের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন।

৯। ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অযোগ্যতা।—রাষ্ট্রপতি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের নিয়োগের পূর্বে এই মর্মে নিশ্চিত হইবেন, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করা হইবে তাহাদের এমন কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই যাহা কমিশনের কর্মকাণ্ডে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

১০। পরিবারের সদস্যদের কতিপয় স্বার্থ সম্পর্কে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের দায়িত্ব।—কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পরিবারের কোন সদস্য যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ অর্জন বা ধারণ করেন তাহা হইলে তিনি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য নিযুক্ত হইবার বা তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হইবার এক মাসের মধ্যে তাহার জানা মতে উক্ত স্বার্থের ধরণ ও মূল্য সম্পর্কে কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

ব্যাখ্যা : এই ধারায় ‘পরিবার’ বলিতে চেয়ারম্যান বা সদস্যদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল পিতা বা মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, এবং নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, সৎপুত্র ও সৎকন্যাকে বুঝাইবে।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যের পদত্যাগ ও অপসারণ।—(১) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি বরাবর এক (১) মাসের লিখিত নোটিশ প্রেরণপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্য পদত্যাগকারী সদস্যগণ উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি চেয়ারম্যান বরাবর অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পদত্যাগ সত্ত্বেও, পদত্যাগ পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি, প্রয়োজবোধে, পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান বা সদস্যকে তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৩) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কমিশনের চেয়ারম্যান ও কোন সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে না।

১২। আকস্মিক শূন্যতা এবং অনুপস্থিতি।—যদি মৃত্যু, অপসারণ বা পদত্যাগের কারণে চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্যের পদ শূন্য হয়, তাহা হইলে ধারা ৭ এর বিধান মোতাবেক উক্ত শূন্য পদ পূরণ করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কার্য পরিচালনা, সভা, ইত্যাদি

১৩। বাছাই কমিটি।—(১) চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত তিন জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ—

- (ক) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান;
- (খ) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক; এবং
- (গ) স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব।

(২) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বাছাই কমিটির সভাপতি হইবেন।

(৩) স্থানীয় সরকার বিভাগ বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) অনূন্য দুই (২) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য বাছাই এর ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি এই অধ্যাদেশে বর্ণিত বিধানের সামঞ্জস্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজস্ব পদ্ধতিতে বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে।

(৬) সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যকে বাছাই এর জন্য বাছাই কমিটিকে অনুরোধ করিবে।

(৭) বাছাই কমিটি, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান পদের বিপরীতে দুই জন এবং সদস্যের প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দুই জন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করিয়া ধারা ৬ এর অধীন নিয়োগ প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবে।

১৪। কমিশনের সভা।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশনের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে কমিশনের জ্যেষ্ঠ সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যানসহ একজন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে কোন সদস্য চেয়ারম্যানকে সভা আহ্বানের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির সাত (৭) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সভা আহ্বান করিবেন।

(৬) সভায় কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মতামত, বক্তব্য, তথ্য বা ব্যাখ্যা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির মতামত, বক্তব্য বা ব্যাখ্যা সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা : 'জ্যেষ্ঠ' অর্থ যিনি আগে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন তাহাকে বুঝাইবে এবং একই তারিখে নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যাহার বয়স বেশী।

১৫। কমিশনের সিদ্ধান্ত।—(১) কমিশনের কর্মপরিধি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী সকল সিদ্ধান্ত উহার সভায় গৃহীত হইতে হইবে।

(২) কমিশনের সভায় উপস্থিত সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৩) কমিশন—

(ক) উহার দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশনের সভায় নিয়মিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুপারিশ প্রণয়ন করিবে;

(খ) উহার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হইতেছে কি না তাহা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করিবে; এবং

(গ) অন্যান্য তিন (৩) মাস পর পর কমিশনের সভায় উহার মূল্যায়ন করিবে।

১৬। কমিটি গঠন।—(১) কমিশন উহার কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সদস্য বা উহার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশন, কোন বিষয় পরীক্ষার জন্য, উহার সদস্যগণ এবং উহার বিবেচনায় অন্য যে সকল ব্যক্তির পরামর্শ ও সহায়তা প্রয়োজন সেই সকল ব্যক্তির সমন্বয়ে বিবেচ্য বিষয় এবং প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৭। গবেষণা ও উন্নয়ন।—(১) কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং ইহার জন্য সরকার প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিবে।

(২) কমিশন গবেষণা লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারকে নীতি নির্ধারণী বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবে।

১৮। বার্ষিক প্রতিবেদন।—(১) কমিশন প্রতি বৎসর উহার কার্যক্রম সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বছরের তিন (৩) মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কমিশনের ক্ষমতা, দায়িত্ব, ইত্যাদি

১৯। নীতির প্রশ্নে নীতি-বিবৃতি দ্বারা পরিচালনা।—(১) কমিশন এই অধ্যাদেশের অধীন উহার দায়িত্ব পালনে কোন নীতির প্রশ্নে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ নীতি-বিবৃতি অনুসরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশন উহার বিষয়াদি সম্বন্ধে স্বীকৃত প্রণয়ন করিতে, কার্যসূচি নির্ধারণ করিতে এবং উহার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করিতে পারিবে।

২০। প্রধান নির্বাহী।—(১) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন; এবং তাঁহার পদত্যাগ, অপসারণ, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগতার ক্ষেত্রে কমিশনের জ্যেষ্ঠ সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সাময়িকভাবে পালন করিবেন।

(২) চেয়ারম্যানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য সদস্যগণ তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং এইরূপ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের নিকট সদস্যগণের জবাবদিহিতা থাকিবে।

২১। কমিশনের ক্ষমতা।—(১) এই অধ্যাদেশসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্ম সম্পাদন পদ্ধতি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা কমিশনের থাকিবে এবং অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে দেওয়ানী কার্যবিধির আওতায় কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একটি দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে—

- (ক) সমন দিতে পারিবে এবং সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বাধ্য করিতে পারিবে;
- (খ) যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সংরক্ষিত রেকর্ড ও নথিপত্র উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;
- (গ) যে কোন অফিস হইতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র অধিযাচন করিতে পারিবে; এবং
- (ঘ) যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৮০ এবং ৪৮২ এর আওতায় কমিশন আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনের আওতায় কমিশনের নিকট উত্থাপিত কোন বিষয় নিষ্পত্তির জন্য কমিশন যদি মনে করে যে, বিশেষ কোন তথ্য বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইলে উহা সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কমিশন নির্দেশ দিতে পারিবে, তবে প্রচলিত অন্য কোন আইনে এরূপ তথ্য সরবরাহে বিধি-নিষেধ থাকিলে সেইক্ষেত্রে কমিশন এরূপ তথ্য সরবরাহে কাউকে বাধ্য করিবে না।

(৪) কমিশন স্বীয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবে।

(৫) কমিশন দায়িত্ব পালনে স্বাধীন থাকিবে এবং কেবল সংবিধান ও অধ্যাদেশের অধীন হইবে।

২২। কমিশনের কার্যাবলী।—(১) কমিশন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত সকল কার্য সম্পাদন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্য সম্পাদন ছাড়াও কমিশনের কার্যাবলী হইবে, যথাঃ—

- (ক) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং প্রশাসনিকভাবে দক্ষ, গতিশীল ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য করণীয় সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট সুপারিশ প্রণয়ন;
- (খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরি কাঠামোর বিষয়ে বিদ্যমান সরকারি নিয়ম পরিবর্তন করিয়া স্থানীয় সরকারের চাকুরি ও জনবল কাঠামো সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করা;
- (গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ এবং সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- (ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে আহরিত কেন্দ্রীয় আয়ের স্থানীয় সরকারকে প্রদত্ত অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও নূতন উৎস চিহ্নিত করিবার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
- (ঙ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে আহরিত রাজস্বের সুখম ও যৌক্তিক বন্টনের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
- (চ) বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্স, ফিস, রেইট, টোল ইত্যাদি নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করিবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;
- (ছ) প্রতি অর্থ বৎসরে বিভিন্ন স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থ এবং সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান;
- (জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাহাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (ঝ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুতর আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মসমূহ তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দায়ী ব্যক্তি বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট সুপারিশ করা;
- (ঞ) জলমহাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশমালা পর্যালোচনা করিয়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগকে সুপারিশ প্রদান;
- (ট) বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন হইতে প্রাপ্ত আয়ের অংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
- (ঠ) কমিশনের বিবেচনায় প্রযোজ্য অন্যান্য উৎস হইতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ বন্টনের জন্য সুপারিশ প্রদান;

- (ড) স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিদ্যমান বিভিন্ন বিধি, প্রবিধি, উপ-আইন, পরিপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া মতামতসহ সুপারিশ প্রদান; এবং
- (ঢ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২৩। ক্ষমতা অর্পণ।—কমিশন, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই অধ্যাদেশ বা কোন বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা, কর্তব্য বা দায়িত্ব, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা কমিশনের কোন কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

২৪। চুক্তি।—(১) কমিশন এই অধ্যাদেশের যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) কোন কাজ সম্পাদনের জন্য কৃতচুক্তি লিখিত এবং সীলমোহরযুক্ত হইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক চুক্তি কমিশনের পক্ষে চেয়ারম্যান অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

২৫। সরকারের সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত সুপারিশ।—কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত সম্পদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির অনুকূলে হস্তান্তর করিবার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সংস্থাপন

২৬। কমিশনের সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।—(১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে, যিনি যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হইবেন।

(২) সচিব চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী কমিশনের সভার আলোচ্য বিষয়সূচি এবং কমিশনের এতদ্বিষয়ক সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ, কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ, কমিশনের সদস্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ, এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) কমিশন উহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের নিমিত্ত সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, পরামর্শক ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে, সরকার, কমিশনের কাজে সহায়তা করিবার জন্য স্থানীয় সরকার, জনপ্রশাসন এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ বা ন্যস্ত করিতে পারিবে।

(৫) কমিশনের সচিবসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং এইরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন, সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, ঐ সকল বিষয়ে অনুসরণীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৭। শৃংখলামূলক ব্যবস্থা।—বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে, কমিশন উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন, সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, ঐ সকল বিষয়ে অনুসরণীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

কমিশনের তহবিল, ইত্যাদি

২৮। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।—(১) সরকার প্রতি অর্থ-বৎসরে কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে; এবং অনুমোদিত ও নির্দিষ্টকৃত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যিক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা হিসাব-নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২৯। কমিশনের তহবিল গঠন।—(১) কমিশনের কার্য পরিচালনার জন্য “স্থানীয় সরকার কমিশন তহবিল” নামে একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে, যথাঃ—

- (ক) সরকার বা সরকার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের অনুদান; এবং
- (খ) সরকারের অনুমোদনসহ কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (গ) সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
- (ঘ) কমিশনের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;
- (ঙ) কোন স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (চ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) কমিশনের তহবিল বা উহার অংশ বিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৩) উক্ত তহবিলে জমাকৃত অর্থ কমিশনের নামে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে।

(৪) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল রক্ষণ ও উহার অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

৩০। কমিশনের পৃথক তহবিল গঠন, বিনিয়োগ, ইত্যাদি।—(১) কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার কোন অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কমিশন আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালনা করিতে পারিবে।

৩১। বাজেট।—কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

৩২। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) কমিশন যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার এবং ক্ষেত্রমত, কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, কমিশনের সচিব বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৩৩। জনসেবক।—কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পরামর্শক এবং কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব বা সম্পাদনের জন্য কমিশনের নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দণ্ডবিধির ধারা ২১ এ জনসেবক (Public servant) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩৪। সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ।—এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি বা আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য কমিশন, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য অথবা কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৫। অধ্যাদেশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।—এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মূল বাংলা পাঠ এবং ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিধি, প্রবিধান, ইত্যাদি

৩৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এবং উহার নীতি-বিস্তৃতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশ বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৮। অসুবিধা দূরীকরণ।—কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের বিধানে অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ কমিশনের করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে পারিবে :

তবে, শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কমিশন গঠিত হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর উক্তরূপ কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

তারিখ : ২৮ বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
১১ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।